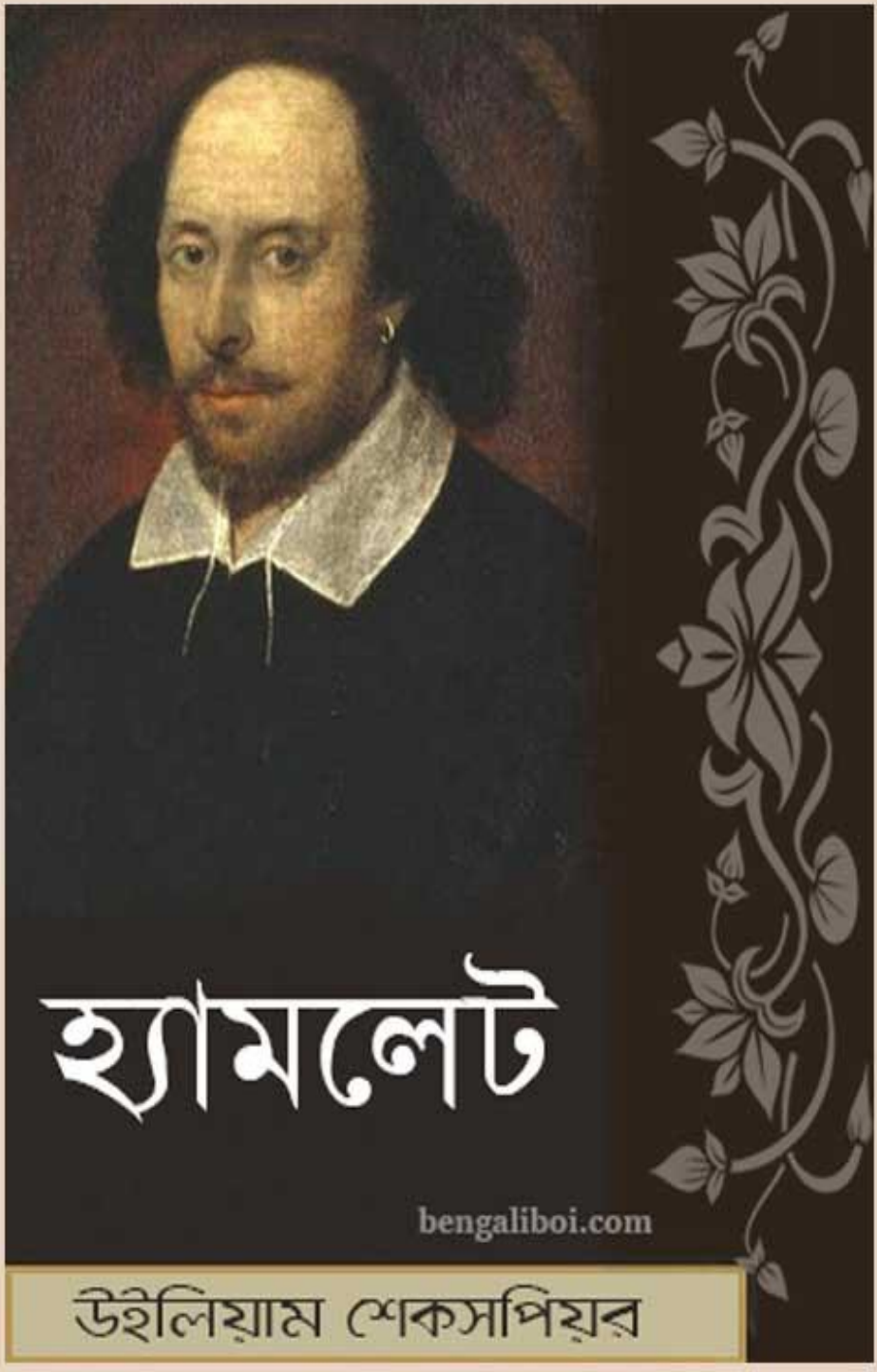
হ্যামলেট
bengaliboi.com
উইলিয়াম শেকসপিয়র

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

হ্যামলেট

ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের লাগোয়া এলসিনোর দুর্গ। রাতের বেলা সেখানে পাহারা দিচ্ছে রক্ষী ফ্রানসিসকো। শীতের রাত, পুরু চামড়ার পোষাক ভেদ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা গায়ের চামড়া, হাড়, মাংস সব কামড়ে ধরতে চাইছে, জমে আসছে গায়ের রক্ত। দুর্গে রাতের বেলা এই পাহারা দেবার কাজটা রক্ষীদের কাছে খুব ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভীতির কারণ একটাই, গত কয়েক রাত ধরে এক রহস্যময় প্রেতমূর্তি এসে দাঁড়াচ্ছে দুর্গপ্রাচীরে। রক্ষীদের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে সেই মূর্তি। রক্ষীরা যারা তাকে দেখেছে সবারই মনে হয়েছে সেই রহস্যময় প্রেতমূর্তি কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারে না। রক্ষীরা এও লক্ষ করেছে প্রেতমূর্তিকে দেখতে অবিকল আগের রাজার মত— যিনি অল্প কিছু দিন আগে মারা গেছেন। রোজ রাতে ঐ প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটায় রক্ষীরা ভয় পেয়ে ব্যাপারটা হোরেশিওর কানে তুলেছিল। মৃত রাজার ছেলে হ্যামলেট, হোরেশিও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই অদ্ভুত খবর শুনে অবাক হয়েছেন হোরেশিও। প্রহরীরা যা বলছে তা সত্যি কিনা যাচাই করতে তিনি নিজে আজ রাতের বেলায় দুর্গে পাহারা দিতে এসেছেন।

দুর্গের পেটা ঘড়িতে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নীরবে পেরিয়ে যাচ্ছে রাতের প্রহর। হোরেশিওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। শেষে রাতে সেই প্রেতমূর্তি আবার এসে দাঁড়াল দুর্গ প্রাকারে। সত্যি, হ্যামলেটের মৃত পিতা ভূতপূর্ব রাজার সঙ্গে প্রেতমূর্তির চেহারার মিল দেখে হোরেশিও নিজেও অবাক হলেন।

পরের দিনই হোরেশিও বন্ধু হ্যামলেটকে সেই রহস্যময় প্রেতমূর্তির আবির্ভাবের কথা জানালেন। বাবা মারা যাবার সময় হ্যামলেট রাজধানীর বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে মায়ের মুখ থেকে শুনেছেন তাঁর বাবা বৃদ্ধ রাজা একদিন দুপুরবেলা প্রাসাদের বাগানে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সময় এক বিষাক্ত সাপ তাঁকে কামড়ায়, তারই

ফলে তিনি মারা যান। বাবার অপঘাত মৃত্যুতে হ্যামলেট খুবই দুঃখ পেলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি মনে আরও আঘাত পেলেন যখন বাবা মারা যাবার পরে কয়েকটা সপ্তাহ কাটার আগেই তাঁর কাকা ক্লডিয়াস তাঁর বিধবা মা রানি গারট্রুডকে বিয়ে করে ডেনমার্কের ফাঁকা সিংহাসনে বসে পড়লেন। ক্লডিয়াস হলেন ডেনমার্কের নতুন রাজা। দেশের প্রজারা এই ব্যাপারটা তেমন খুশি মনে মেনে নিতে পারল না ঠিকই, কিন্তু ভয়ে তারা মুখ বুজে রইল। বাবা মারা যাবার পরে পরেই এই বিয়ে আর সিংহাসন অধিকার করার ঘটনায় এক প্রবল সন্দেহ দানা বেঁধেছে তাঁর মনে। তাঁর বাবা সত্যিই বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা গেছেন এই ব্যাপারটা কিছুতেই তিনি মন থেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আবার সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল তারও হদিশ পাচ্ছেন না তিনি। এমনই সময় বন্ধু হোরেশিও দুর্গপ্রাচীরে সেই প্রেতমূর্তির নিয়মিত আবির্ভাবের কথা তাঁকে শোনালেন। তাকে দেখতে অবিকল তাঁর বাবার মত— এটুকু শুনেই হ্যামলেট নিজে গিয়ে সেই প্রেতমূর্তির মুখোমুখি দাঁড়াবেন স্থির করলেন।

সেদিনই রাতের বেলা হ্যামলেট বন্ধু হোরেশিওর সঙ্গে এলসিনোর দুর্গে পাহারা দিতে এলেন তখন শেষরাত। অন্যান্য দিনের মত ঠিক একই জায়গায় আবার সেই প্রেতমূর্তি দেখা দিল। সেই প্রেতমূর্তি চোখে পড়তে হ্যামলেট চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাবা! ডেনমার্ক-এর রাজা!" তিনি চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেতমূর্তি হাত নেড়ে তাঁকে ডাকল। কিছু বুঝতে না পেরে হ্যামলেট তাকালেন হোরেশিওর দিকে। হোরেশিও তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "দ্যাখো হ্যামলেট, উনি হাত নেড়ে তোমায় ডাকছেন, হয়ত কিছু বলতে চান। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও।"

হ্যামলেট মোহাবিষ্টের মত পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ঐ প্রেতমূর্তি যে তাঁর বাবার এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। মৃত রাজা বেঁচে থাকতে যে পোষাক পরতেন প্রেতমূর্তির পরনে সেই একইরকম পোষাক লক্ষ করলেন হ্যামলেট।

"আপনি শুভ বা অশুভ যেরকম প্রেতাত্মাই হোন না কেন," প্রেতমূর্তিকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠল হ্যামলেট," আপনি যে রূপে এসেছেন তাতে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার আমাকে কিছু বলার থাকলে স্বচ্ছন্দে বলুন। কেন আপনি রোজ রাতে এখানে এভাবে দেখা দেন?"

"হ্যামলেট, আমি সত্যিই তোমার নিহত পিতার প্রেতাত্মা,"সেই প্রেতমূর্তি চাপা গলায় জবাব দিল।

"নিহত?" চেঁচিয়ে উঠল হ্যামলেট, কী বলছেন আপনি?"

"আগে আমার সব কথা শোন," জবাব দিল সেই প্রেতমূর্তি, "হ্যা, আমার ছোটভাই তোমার কাকা ক্লডিয়াস আমায় হত্যা করেছে। একদিন আমি বাগানে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম এমন সময় ক্লডিয়াস হেবোনা গাছের বিষাক্ত রস সবার চোখ এড়িয়ে ঢেলে দেয় আমার কানে। তার ঐ চক্রান্তে সাহায্য করেছে তোমারই গর্ভধারিনী, আমার স্ত্রী গারট্রুড। এই সব ঘটনায় আমি অশান্তিতে আছি। হ্যামলেট, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তোমায় আমি সব জানালাম। তুমি এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করো। বিদায়, হ্যামলেট।" বলে প্রেতমূর্তি মিলিয়ে গেল। ঠিক তখনই বিস্ময়ে হতবাক হ্যামলেট অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন দুর্গের ছাতের মেঝেতে। জ্ঞান ফিরে আসার পরে বন্ধু হোরেশিও আর মার্সেল্লাস নামে রক্ষীদের এক সেনানীকে প্রেতাত্মার মুখ থেকে শোনা সব কথা তিনি বিশ্বাস করে বললেন। সেই সঙ্গে তারা এসব কথা আর কাউকে বলবেন না এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন তাদের দুজনের কাছ থেকে।

"যা দেখলাম, আর তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম সবই বিচিত্র," মন্তব্য করলেন হোরেশিও, "কিন্তু একটা কথার জবাব দাও ত। প্রেতাত্মারা কি আমাদের মত কথা বলতে পারে?"

"হোরেশিও," বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যামলেট,"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের জানার বাইরে এমন অনেক কিছুই ঘটছে যার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা কোনও বইয়ে নেই....."

সে রাত্রের ঘটনা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলল হ্যামলেটের মনে—'বাবার প্রেতমূর্তির মুখে যা শুনলাম তা কি সত্যি? সত্যি হলে এর উপযুক্ত প্রতিবিধান নিশ্চয়ই আমাকে করতে হবে।' একবার একথা আপন মনে বলল সে, তারপরেই আবার তার মনে হল 'শুধু একটা প্রেতমূর্তির কথার ওপর ভরসা করে উপযুক্ত প্রতিবিধান নেবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ করা কি ঠিক হবে? এর চেয়েও বাস্তব আর নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ কি পাওয়া যায় না যার ফলে কাকার পাপ সম্পর্কে আমি আরও নিশ্চিত হতে পারব?'

রাতদিন এসব চিন্তাভাবনা করতে করতে হ্যামলেট পাগলের মত হয়ে উঠলেন। রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস, আর মেয়ে অফেলিয়া। অফেলিয়াকে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। তরুণ হ্যামলেটকে মন থেকে যেমন ভালবাসত সে, হ্যামলেটও তেমনই ভালবাসতেন তাকে। ভবিষ্যতে অফেলিয়ার সঙ্গে হ্যামলেটের বিয়ে হবে রাজ্যের সবাই এটা একরকম ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু হ্যামলেটের আচরণে কথায়-বার্তায় অস্বাভাবিকতা সবারই চোখে পড়ছে শুনে ভাবনায় পড়লেন পলোনিয়াস—হলেনই বা হ্যামলেট রাজার ছেলে! কিন্তু বাবার মৃত্যুতে তিনি যখন

পাগলই হতে বসেছেন তখন জেনে শুনে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে কোনও বাবা কী দিতে পারেন? বিয়ে দিলেও ভবিষ্যতে তার পরিণতি কী সুখের হবে? এসব ভাবনা স্বাভাবিক কারণেই বাসা বাঁধল পলোনিয়াসের মনে।

এদিকে হ্যামলেট নিজে পড়েছেন সমস্যায়—বাবা মারা যাবার পরেও এক সুগভীর চক্রান্ত যে তাঁর চারপাশে ক্রমেই মাকড়শার মত জাল বিস্তার করে চলেছে তা তিনি ঠিকই টের পেয়েছেন। কিন্তু টের পেলেও কাউকে অপরাধী, বা সেই চক্রান্তের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে তিনি ধরতে পারছেন না। অনেক মাথা খাটিয়ে শেষকালে হ্যামলেট সমাধানের হদিশ পেলেন— রাজা, রানি, পলোনিয়াস, অফেলিয়া প্রত্যেককে আড়াল থেকে লক্ষ করা দরকার। এদের সবার কথাবার্তা, আচার-আচরণ খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার। যাতে আর সবার দিকে নিজে নজর রাখতে পারেন কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না—এই ভেবে হ্যামলেট এমন হাবভাব করতে লাগলেন যেন তাঁর মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে, তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। হ্যামলেটের পাগলাটে হাবভাব দেখে আর পাগলের মত কথাবার্তা শুনে রাজপ্রাসাদের সবাই বেশ বিব্রত হল। হ্যামলেটের পাগলামো কিন্তু যেমন-তেমন পাগলামো নয়, মাথামুণ্ডুহীন এলোমেলো কথাবার্তার মধ্যেই তিনি এমন সব সরস অথচ তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেন যার খোঁচা রাজা, রানি, পলোনিয়াস— এঁদের সবাইকে দারুণ আঘাত করে। আর তখনই হ্যামলেট কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে, নাকি সবটাই ওর পাগলামির ভাণ, এই প্রশ্ন জাগে তাঁদের মনে। যদি সবটাই পাগলামির ভাণ হয় তাহলে তার আড়ালে হয়ত ওর মনে কোনও মতলব আছে! কি সে মতলব এই আশংকাও একই সঙ্গে ফণা তোলে।

হ্যামলেটের এই পাগলামির অভিনয়ে সবার চেয়ে কষ্ট পেল তারই ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়া। অফেলিয়াকে দেখতে যেমন সুন্দর, তার মনটাও তেমনই সরল খোলামেলা। সেখানে কোনরকম কুটিলতার ছায়া এমনও পড়েনি। হ্যামলেটের অস্বাভাবিক আচরণে সে বেচারি মনে ভারি কষ্ট পেল।

দিন এইভাবেই কাটছে। এলসিনোরের দুর্গ প্রাকারে নিহত রাজার প্রেতমূর্তির আবির্ভাবের ঘটনা আর ঘটছে না। কিন্তু বাবার প্রেতমূর্তির মুখ থেকে শোনা সে রাতের হতাশাভরা কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছেন না হ্যামলেট। বাবার প্রেতমূর্তি তাঁকে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে বলেছেন। কাদের অন্যায়ের কথা তিনি বলতে চাইছেন তা বুঝতে তিনি পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু একা কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অনেক মাথা খাটিয়ে শেষকালে এক বুদ্ধি বের করলেন হ্যামলেট, রাজপ্রাসাদে নাটক অভিনয় করতে একদল অভিনেতা

এসে জুটেছে শহরে, রাজা আর রানির মনের ভাব যাচাই করে দেখতে হ্যামলেট তাদের কাজে লাগাবেন স্থির করলেন। সেই অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করে হ্যামলেট জানালেন, তিনি একখানা নাটক লিখেছেন সে নাটকখানা তাঁদের দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে অভিনয় করাতে চান। অভিনেতারা তাঁর কথায় খুশি হল। যুবরাজের নিজের লেখা নাটকে তাঁরা অভিনয় করবেন এ ত সত্যিই আনন্দের কথা। অভিনেতারা তাঁর প্রস্তাবে রাজি আছেন জেনে প্রাসাদে ফিরে এসে নাটক লিখতে বসলেন হ্যামলেট। বিষয়বস্তু আগে থেকে তৈরী থাকলে পাত্রপাত্রীর সংলাপ লিখতে বেশি সময় লাগে না আর এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ত আগে থেকেই ঠিক করা আছে। বাবার প্রেতমূর্তির মুখ থেকে তিনি যা শুনেছিলেন হুবহু সেই কাহিনীর ছায়ায় লিখতে হবে নাটক—রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন অধিকার করতে রাজার ছোটভাই-এর সঙ্গে রানির চক্রান্ত, বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে তাঁকে হত্যা করা, তারপরে রানিকে বিয়ে করে ফাঁকা সিংহাসন দখল করা এমনই সব ঘটনা।

নাটক লেখার পরে হ্যামলেট তা অভিনেতাদের পড়ে শোনালেন। নাটকের কাহিনী অভিনেতাদের ভারি পছন্দ হল, তারপর চুটিয়ে মহড়া দিতে লাগল। মহড়া চলতে চলতে অভিনয়ের দিন তারিখ সব স্থির হয়ে গেল।

অভিনয়ের দিন নাটকের শুরুতেই হ্যামলেট এসে বসলেন বাজারানির খুব কাছে, কাছে বসে পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁদের হাবভাব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। নাটক এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাজা ক্লডিয়াসের চোখমুখ যে ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে তা হ্যামলেটের চোখে ঠিকই ধরা পড়ল। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ পরে বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেবার দৃশ্য যখন এল তখন ক্লডিয়াস আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে নিজের আসন ছেড়ে তিনি চলে গেলেন প্রাসাদের ভেতরে। তাঁর গর্ভধারিণী রানি গারট্রুড নিজেও যে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তাও হ্যামলেটের চোখ এড়াল না। এরপরে তাঁর মনে আর সন্দেহ রইল না। বাবার প্রেতমূর্তি তাঁকে যা বলেছেন তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ রইল না হ্যামলেটের মনে। নিশ্চিত যখন হয়েছেন তখন এবারে অন্যায়ের প্রতিবিধানের ভাবনা, নাটক দেখতে দেখতে মনস্থির করেন হ্যামলেট, অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন বলে যে শপথ তিনি বাবার প্রেতমূর্তির কাছে করেছেন তা এবার তাঁকে পালন করতেই হবে। যে তাঁর বাবাকে এভাবে হত্যা করেছে, সে যত কাছের সম্পর্কের হোক না কেন, তিনি নিজে হাতে তাকে সাজা দেবেন।

নাটক শেষ হবার পরে রাজা অভিনেতাদের ডেকে তাদের দলগত অভিনয়ের প্রশংসা করলেন। পারিশ্রমিক ছাড়াও সবাইকে মোটা বকশিস দিলেন। সবশেষে জানতে চাইলেন এ নাটক কে লিখেছে। তাঁর ভাইপো হ্যামলেট নিজেই এ নাটক লিখেছে

শুনে রাজা অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন তিনি।

হ্যামলেটের পাগলামি কিন্তু দিনে দিনে বাড়তেই লাগল। রানি আর মন্ত্রি পলোনিয়াসের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্লডিয়াস এই সিদ্ধান্তে এলেন যে হ্যামলেটকে রাজ্যে রাখা আর নিরাপদ নয়, ছলে বলে কৌশলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য হলেও পাঠাতে হবে দেশের বাইরে। তাঁকে যে কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে যেতে হবে একথা হ্যামলেটকে ডেকে শোনানোর দায়িত্ব নিলেন তাঁর মা রানি গারট্রুড স্বয়ং। হ্যামলেটকে নিয়ে ক্লডিয়াসের নিজের দুর্ভাবনাও খুব কম নয়। কারণ কীভাবে চক্রান্ত করে তিনি তাঁর বাবাকে হত্যা করেছেন তা যেভাবেই হোক হ্যামলেট জেনে ফেলেছেন। এই অবস্থায় দেশে থাকলে যেকোনদিন যে কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাতে পারেন হ্যামলেট।

মন্ত্রী পলোনিয়াসের লোক এসে হ্যামলেটকে জানাল রানি গারট্রুড তাঁর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। ওদিকে পলোনিয়াস রানিকে বললেন, "শুনুন রানি, হ্যামলেট দেখা করতে এলে তার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক আচরণ করবেন। বলবেন তার দুঃখ আপনি সইতে পারছেন না। আমি আপনার ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকব, কাজেই আপনার কোনও ভয় নেই। আমার লোক তাঁকে খবর দিতে গেছে, তিনি এক্ষুণি চলে আসবেন," বলে পলোনিয়াস রানির ঘরের পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। খানিক বাদে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হ্যামলেট, রানিকে দেখে জানতে চাইলেন কেন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

"তোমার আচরণে আমি মনে আঘাত পেয়েছি, হ্যামলেট!" রানি বললেন, "তুমি তোমার বাবার মনেও খুব দুঃখ দিয়েছো।"

"হতে পারে মা," হ্যামলেট বললেন, "তবে আমি একা নই, তুমি নিজেও আমার বাবার মনে খুব দুঃখ দিয়েছো। তবে হ্যাঁ, এখন যিনি দেশের রাজা আর তোমার স্বামী তুমি তাঁকে খুশি করতে পেরেছো।"

"হ্যামলেট, তুমি কি আমায় ভুলে গেলে?"

"ভুলব কেন মা! ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নাম করে বলছি আমি তোমাকে ভুলিনি। তুমি ত এদেশের মানে ডেনমার্ক-এর রানি, আমার গর্ভধারিণী, আর বর্তমানে আমার বাবার ভাই-এর স্ত্রী।"

"তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন, হ্যামলেট?" কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন রানি।

"মা একবার স্থির হয়ে বোস, আমি তোমার সামনে একটা আয়না ধরছি। আয়না মানে তুমি যেসব অন্যায় আর কুকর্ম করেছো তার বিবরণ তোমায় আমি শোনাব।

শুনলেই নিজের আসল চরিত্রটা বুঝতে পারবে। আর বুঝতে পারবে কেন আমি তোমার সঙ্গে এমন করছি।"

"তুই কি আমায় খুন করতে চাস?" ছেলের কথা শুনে ভয় পেয়ে রাণি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও!"

"ভয় নেই!" রানির আর্তনাদ শুনে পর্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন পলোনিয়াস। পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ মানুষের গলা ভেসে আসতে হ্যামলেট ধরে নিলেন তাঁর কাকা ক্লডিয়াস নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছেন ঐ পর্দার আড়ালে। একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে পর্দার ওপর লাফিয়ে পড়লেন, পর্দার ওপর দিয়েই আড়ালে দাঁড়ানো পলোনিয়াসের বুকে সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন। আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মন্ত্রী পলোনিয়াস, রক্তে চারদিক ভেসে যেতে লাগল।

"ওঃ, এই ব্যাপার, আমি ত ভাবলাম পর্দার আড়ালে একটা ইঁদুর লুকিয়ে চেঁচাচ্ছে, হাঃ হাঃ হাঃ," বলে আবার পাগলামির ভাণ করে হাসতে লাগলেন হ্যামলেট। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে হ্যামলেট মন্ত্রীকে নিজে হাতে খুন করেছেন এখবর দেখতে দেখতে রটে গেল চারদিকে। শুনে প্রাসাদের সবাই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয়ের কারণ একটাই হ্যামলেটকে পাগলামিতে পেয়েছে। পাগলামি করতে গিয়ে তিনি কখন কি করে বসেন কে বলতে পারে?

হ্যামলেটকে দেশের মানুষ ভালবাসে তাই ইচ্ছে থাকলেও নতুন রাজা ক্লডিয়াস এতদিন তাঁকে হত্যা করার কোনরকম চেষ্টা করেননি। কোনও ছুতোয় হ্যামলেটকে বিদেশে পাঠিয়ে সেখানে তাঁকে বধ করার সুযোগের অপেক্ষায় তিনি এতদিন বসেছিলেন। মন্ত্রি পলোনিয়াস হ্যামলেটের হাতে খুন হবার ফলে আচমকা সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন ক্লডিয়াস। ভাইপোর জন্য দুশ্চিন্তায় যেন তিনি ঘুমোতে পারছেন না এমন ভাব দেখিয়ে ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে বললেন, পলোনিয়াসকে এই ভাবে বিনা কারণে হত্যা করে তিনি যে অন্যায় করেছেন দেশের মানুষের মন থেকে তা মুছে দিতে হলে এখন কিছুদিন তাঁর বিদেশে গিয়ে কাটানো উচিত। সেদিক থেকে ইংল্যাণ্ডই হচ্ছে আদর্শ স্থান।

পলোনিয়াস তাঁর ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়ার বাবা, শুধু এই কারণেই হ্যামলেট তাঁকে হত্যা করার জন্য মনে সত্যিই ব্যথা পেলেন। হ্যামলেটকে প্রাণমন সঁপে দিয়ে ভালবাসে অফেলিয়া। এদিক থেকে তার মধ্যে কোনও কুটিলতা বা লোকদেখানো ভাব নেই। আর সেই হ্যামলেটের হাতেই শেষপর্যন্ত তার বাবা খুন হলেন? বাবার কথা ভেবে দিনরাত চোখের জল ফেলে অফেলিয়া। কিছুতেই মনকে সে বোঝাতে পারে না।

হ্যামলেট দেখলেন পাগলামির ভাণ করতে গিয়ে পলোনিয়াসকে হত্যা করে তিনি খুবই ভুল করেছেন। এ ভুল শোধরাতে হলে এখন ক্লডিয়াসের ইচ্ছেমত ইংল্যাণ্ডে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাঁর সামনে নেই। হ্যামলেট ক্লডিয়াসকে জানালেন ইংল্যাণ্ডে যেতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। ভাইপোর কথা শুনে মনে মনে হাসলেন ক্লডিয়াস। তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাবার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। সেইসঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকেও তাঁর সঙ্গে দিলেন। এরপরে পথের কাঁটা দূর করার ব্যবস্থাও করলেন ক্লডিয়াস। ইংল্যাণ্ড তখন ছিল ডেনমার্ক-এর অধীন, সেখানকার রাজাকে একখানা চিঠি লিখলেন ক্লডিয়াস। তাতে উল্লেখ করলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে হ্যামলেট পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নিজের যে বিশ্বস্ত অনুচরেরা হ্যামলেটের সঙ্গে যাচ্ছে তাদেরই একজনের হাতে চিঠিখানা দিলেন ক্লডিয়াস। কিন্তু ক্লডিয়াসের এই পরিকল্পনা সফল হল না। জাহাজে চেপে ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে সে চিঠি হ্যামলেটের হাতে পড়ল। তিনি সেই চিঠিতে নিজের নাম কেটে সেখানে চিঠির বাহক আর তার সঙ্গীর নাম বসিয়ে চিঠিখানা আগের জায়গায় রেখে দিলেন। এদিকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর আগেই মাঝসমুদ্রে একদল জলদস্যু সেই জাহাজে চড়াও হল। দস্যুরাও এসেছিল জাহাজে চেপে, হ্যামলেট তলোয়ার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের জাহাজে। সামনে যাকে পেলেন তাকেই কচুকাটা করলেন। হ্যামলেটের সঙ্গে যারা যাচ্ছিল ক্লডিয়াসের সেই বিশ্বস্ত অনুচরেরা কিন্তু সাহায্য করতে এল না, হ্যামলেটকে একা ফেলে রেখে তারা এই ফাঁকে নিজেদের জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল। জলদস্যুদের সঙ্গে একা লড়াই করতে করতে শেষকালে হ্যামলেট তাদের হাতে বন্দি হলেন। তাঁর সাহস আর বীরত্ব দেখে তারা আগেই মুগ্ধ হয়েছিল। এবার তারা যখন শুনল হ্যামলেট ডেনমার্কের যুবরাজ, তখন তারা তাঁকে নিজেদের জাহাজে চাপিয়ে ডেনমার্কের সমুদ্রোপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দেশে ফিরে এসে হ্যামলেট দেখলেন তাঁর ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়া বাবার শোকে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। হ্যামলেট শুনলেন, অফেলিয়া মনের দুঃখে খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে, সময়মত বাড়ি যায় না, চান-খাওয়া-ঘুম সবই বিসর্জন দিয়েছে। দিনরাত হয় তার বাবার কবরে পড়ে থাকে, নয়ত আপনমনে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায় কবরের চারপাশে। আশপাশের গাছ থেকে ইচ্ছেমত ফুল তুলে বাবার কবরে সেগুলো ছড়িয়ে দেয় অফেলিয়া। কবরখানায় কেউ এলে তার হাতে সে ফুল তুলে দেয়, আর বলে, " দাও, দাও, কবরে ফুল দাও!" অফেলিয়ার জন্য অনুতাপ জাগল হ্যামলেটের মনে, কিন্তু তিনি নিজেও ত তারই মত অসহায়।

পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস হ্যামলেটেরই সমবয়সী। হ্যামলেটের মত লিয়ার্টিস নিজেও তলোয়ারের লড়াই ভালই লড়ে। কিছুদিন আগে লিয়ার্টিস গিয়েছিল ফ্রান্সে,

দেশে ফিরে এসেই সে শুনল হ্যামলেট পাগলামির ভাণ করে খুন করেছে তার বাবাকে, আর সেই শোকে পাগল হয়ে গেছে তারই বোন অফেলিয়া। ঘটনার বিবরণ শুনে লিয়ার্টিসের রাগ গিয়ে পড়ল হ্যামলেটের ওপর। ক্লডিয়াস সুযোগ বুঝে তার সেই রাগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। লিয়ার্টিসকে ডেকে এনে তিনি বললেন, "তোমার বাবা পলোনিয়াস ছিলেন আমার এক অতি বিশ্বস্ত আর অনুগত মন্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবেই। তাঁর আত্মা শান্তি পাবেন, আর তার ফলেই তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় পাবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। হ্যামলেট তার মায়ের সামনে পাগলামির ভান করে খুন করেছে তোমার বাবাকে, তার এই অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দেয়াই এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রেখো, মাথা গরম করে উত্তেজিত হয়ে কিছু করতে যেয়ো না যেন, তাতে মুশকিলে পড়বে। হ্যামলেটকে দেশের মানুষ এখনও ভালবাসে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি নিজে ভেতরে ভেতরে তৈরি হও। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, যা করার সব আমিই করব!"

হ্যামলেটকে বধ করার এক নতুন মতলব আঁটলেন রাজা ক্লডিয়াস। তিনি রাজ্যে তলোয়ার খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করলেন। ডেনমার্কের কমবয়সী যুবকদের মধ্যে হ্যামলেট আর লিয়ার্টিস দু'জনেরই ভাল তালোয়ারবাজ হিসেবে খ্যাতি। হ্যামলেটকে বধ করতে তাঁর এই খ্যাতিকেই কাজে লাগালেন ক্লডিয়াস। প্রতিযোগিতা যে তলোয়ার নিয়ে খেলা হয় তার ফলা থাকে ভোঁতা। দু'দিকে ধারও থাকে খুব কম। কিন্তু লিয়ার্টিসকে ক্লডিয়াস বোঝালেন হ্যামলেট আর তার দু'জনেরই হাতে থাকবে ধারালো তলোয়ার— যার ফলা হবে খুবই ছুঁচোলো। একই সঙ্গে লিয়ার্টিসের তলোয়ারের ফলার আর দু'দিকের ধারে তিনি মারাত্মক বিষ মাখিয়ে রাখবেন। এবিষ তীব্র যা রক্তের সংস্পর্শে এলে যেকোনও মানুষের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এর পাশাপাশি হ্যামেলেটের মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করতে আরও ব্যবস্থার কথা বললেন ক্লডিয়াস— তলোয়ারের আঘাত থেকে যদি বা হ্যামলেট বেঁচে যান তারপরে তিনি যাতে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তলোয়ার খেলা চলার সময় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সরবতে বিষ মেশানের ব্যবস্থা তিনি করবেন বলেও আশ্বাস দিলেন লিয়ার্টিসকে। খেলার ফাঁকে হ্যামলেটের যখন তেষ্টা পাবে তখন ঐ বিষ মেশানো সরবত যাতে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয় সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

পলোনিয়াসকে হ্যামলেট খুন করেছেন বলে লিয়ার্টিস তাঁর ওপর রেগে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এইভাবে বিষাক্ত তলোয়ার নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁকে বধ করার যে মতলব ক্লডিয়াস এঁটেছেন তা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। ব্যাপারটা তাঁর বিবেকে বাধছে। ঠিক এমনই সময় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল তাঁর

বোন অফেলিয়া। আর তার ফলে লিয়ার্টিসের মন থেকে বিবেকের বাধা মুছে ফেলার সুযোগ পেলেন ক্লডিয়াস।

ঘটনা ঘটল এরকম। পাগল হবার পরেও হ্যামলেটকে ভুলতে পারেনি অফেলিয়া। একদিন কি কারণে তার মনে ধারণা হল, ঐ দিনই হ্যামলেটের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কথাটা মনে হতে সে ফুলমালায় নিজেকে সাজালো, তারপরে ঐ বেশে এসে হাজির হল নদীর ধারে। কি খেয়াল চাপল মাথায়। নদীর ধারে এক গাছে উঠল অফেলিয়া। গাছের একটি পলকা ডাল বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মত এগিয়ে এসেছিল নদীর ওপরে। সেই ডালে চাপল অফেলিয়া।

অফেলিয়ার ভার সইতে না পেরে সেই পল্‌কা ডাল মচ্‌ করে ভেঙে গেল, আর অফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল অথৈ জলে। খরস্রোতা সেই নদীর জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেল অফেলিয়া। পরদিন তার মৃতদেহ নদীর জলে ভেসে উঠতে সবার আগে খবর পেল লিয়ার্টিস। নদীর ধারে ছুটে এসে দেখল তার পাগলী বোনটার মৃতদেহের পরনে বিয়ের কনের সাজ, হয়ত মরার আগে বেচারির মনে বিয়ের কনে সাজবার সাধ জেগেছিল ভেবে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়ার্টিস।

রাজধানীতে ফিরে আসার পরেই অফেলিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে হ্যামলেট নিজেও ভেঙে পড়লেন। প্রেমিকাকে সমাধি দেবার সময় উপস্থিত থাকবেন স্থির করে বন্ধু হোরেশিওর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন, তারপরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন সমাধিস্থলে।

সমাধিস্থলে দু'জন মাটিকাটা মজুর তখন কবর খুঁড়তে খুঁড়তে আপনমনে গান গাইছিল, ভালবাসার গান।

"দেখেছো কী অদ্ভুত ব্যাপার?" হোরেশিওর দিকে তাকালেন হ্যামলেট, "কবর খুঁড়তে খুঁড়তে কোনও মানুষ এমন ভালবাসার গান গাইতে পারে?"

"এ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বন্ধু," জবাব দিলেন হোরেশিও, "কবরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে। তাই মৃত্যুশোক বা কবরের বিভীষিকা কি বস্তু তা ওরা ভুলে গেছে। মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনুভূতি টিকে থাকলে ওরা একাজ কখনোই করতে পারত না।"

"এই যে কবরটা খুঁড়ছো এটা কি কোনও পুরুষের জন্য?" এগিয়ে এসে হ্যামলেট মাটিকাটা মজুরদের একজনকে প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে না, হুজুর," এক ঝলক হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে লোকটি জবাব দিল।

"তাহলে সে কি কোনও নারী?"

"না হুজুর, তাও নয়।"

"সে কি!" অবাক হলেন হ্যামলেট, "তাহলে কার জন্য কবর খুঁড়ছো?"

"আজ্ঞে হুজুর যার জন্য কবর খুঁড়ছি তার এখন একটাই পরিচয়— মৃতদেহ," মজুরটি দার্শনিকের মত জবাব দিল, "তবে হ্যাঁ, একদিন সে নারীই ছিল, অপরূপ সুন্দরী এক নারী, বয়সও খুব কাঁচা।" তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অফেলিয়ার মৃতদেহ নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল তার বড় ভাই লিয়ার্টিস, রাজা ক্লডিয়াস আর রানি গারট্র্যুড এলেন তার সঙ্গে। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে হ্যামলেট আর হোরেশিও দু'জনে কিছুটা তফাতে এক সমাধিস্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

অফেলিয়ার মৃতদেহ কবরে শোয়ানো হল নিয়ম অনুযায়ী উপস্থিত সকলেই সেই মৃতদেহের ওপরে ছড়িয়ে দিল তিনমুঠো মাটি। আদরের ছোট বোনটিকে শেষ বিদায় জানানোর মুহূর্তে লিয়ার্টিস নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার সেই বুকফাটা কান্না শুনে হ্যামলেট আর চুপ করে লুকিয়ে থাকতে পারলেন না, ছুটে এসে দাঁড়ালেন লিয়ার্টিসের সামনে, হাত-পা নেড়ে পাগলের মত অঙ্গভঙ্গি করে বললেন, "বোনের জন্য মিছেই কান্নাকাটি করছ লিয়ার্টিস! তোমার বোনকে এখনও আমি যতটুকু ভালবাসি তার কাছে তোমার ঐ ভালবাসা কিছুই নয়! তুমি অফেলিয়ার জন্য একটা গোটা কুমির খেতে পার? পারো না, কিন্তু আমি পারি। ঐ কবরের নিচে তার পাশে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারো? পারো না, কিন্তু আমি পারি।"

চরম শোকের মুহূর্তে হ্যামলেটের ঐ ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে উঠল লিয়ার্টিস, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তখনই হ্যামলেটের দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা ক্লডিয়াস হাত ধরে টেনে লিয়ার্টিসকে শান্ত করলেন, তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, " আঃ, কি করছ, লিয়ার্টিস? জানোই ত, ওর মাথার ঠিক নেই, হ্যামলেট এখন আর সুস্থ মানুষ নেই, ও পাগল হয়ে গেছে। পাগলের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ, বলো?" লিয়ার্টিস রাজার সম্মান রাখতে তলোয়ার খাপে আঁটতে ক্লডিয়াস আবার বললেন,"আমি যে পরিকল্পনা করেছি তার কথা মনে রেখে শান্ত হও লিয়ার্টিস। চরম শোকের মুহূর্তে নিজেকে অবিচলিত রাখো।"

★ ★ ★ ★ ★

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল তলোয়ার প্রতিযোগিতার দিন, তার আগে লিয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা করেছেন হ্যামলেট, অফেলিয়ার মৃতদেহ সমাধি দেবার সময় লিয়ার্টিসের সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন। হয়ত হ্যামলেট অনেক দেরি করে ফেলেছেন ভেবেই এর উত্তরে হ্যামলেটকে একটি কথাও বলেনি লিয়ার্টিস।

হ্যামলেট আর লিয়ার্টিসের তলোয়ার খেলা দেখতে ভেঙে পড়েছে গোটা রাজ্যের মানুষ। তারই মাঝে সবার নজর এড়িয়ে তলোয়ার খেলার চালু নিয়ম ভেঙ্গে রাজা

ক্লডিয়াস ভোঁতা তলোয়ারের বদলে এমন তলোয়ার দুই প্রতিযোগীর জন্য আলাদা করে রেখেছেন যার ফলা ছুঁচোলো আর দু'দিকে ক্ষুরের মত ধার। নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে ক্লডিয়াস লিয়ার্টিসের তলোয়ারের ফলায় আর দু'দিকে মাখিয়ে রেখেছেন তীব্র বিষ— যা একবার রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু নিশ্চিত। পাশাপাশি বিষমেশানো সরবতও তিনি তৈরি করে রেখেছেন হ্যামলেটের জন্য। লড়তে লড়তে হ্যামলেট যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ঐ বিষমেশানো সরবত তার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন ক্লডিয়াস।

মঞ্চে নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন রাজা ক্লডিয়াস, তাঁর পাশেই বসেছেন রানি গারট্রুড। পদমর্যাদার ক্রম অনুসারে অমাত্য, পরিষদ আর সেনাপতিরা বসেছেন তাঁদের দু'ধারে। মঞ্চের সামনে আর দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের মানুষ।

খেলা শুরু হবার আগে হ্যামলেটের মনে অফেলিয়ার জন্য জেগে উঠল গভীর অনুতাপ, লিয়ার্টিসের দু'হাত ধরে তিনি বললেন, "বন্ধু, অতীতে যদি কোনও অন্যায় বা ত্রুটি করে থাকি তাহলে এই মুহূর্তে তা ভুলে যাও। আজকের এই হ্যামলেট সেসময় স্বাভাবিক মানুষ ছিল না, ছিল পুরোপুরি উন্মাদ পুরোনো বন্ধুত্বের দোহাই, উন্মাদ হ্যামলেটের সেই ব্যবহার মনে রেখো না।"

"তোমার প্রতি আমার মনে আর কোনও ক্ষোভ নেই হ্যামলেট," লিয়ার্টিস বলল, "আজ থেকে তুমি আর আমি দু'জনেই আবার আগের মত পুরোনো বন্ধু।"

রাজা ক্লডিয়াস সুরাভর্তি পাত্রে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বেজে উঠল দামামা আর ভেরি। সেই আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে শুরু হল দুই পুরোনো বন্ধুর তলোয়ারের লড়াই। প্রতিযোগীরা কেউ কাউকে গভীরভাবে আঘাত করবে না— এটাই এ খেলায় চালু নিয়ম। হ্যামলেট সে নিয়ম মেনে খেলতে লাগলেন। কিন্তু লিয়ার্টিসের মানসিকতা অন্যরকম। মঞ্চ থেকে রাজা ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে গভীরভাবে আঘাত হানতে বারবার তাকে ইশারা করছেন। কিন্তু হ্যামলেট নিজে যেখানে নিয়ম মেনে খেলছেন সেখানে সে নিয়ম ভাঙবে কি করে তাই ভেবে পাচ্ছে না লিয়ার্টিস। হ্যামলেটকে এভাবে আঘাত করতে তার বিবেকেও বাধছে। খেলতে খেলতে হ্যামলেট একসময় লিয়ার্টিসকে কোণঠাসা করে ফেললেন, আর তার ফলে বিবেকের বাধা ভুলে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল লিয়ার্টিস।

খেলার প্রথম রাউণ্ড শেষ হতে ক্লান্ত হ্যামলেট ছুটে এসে দাঁড়ালেন মায়ের কাছে। ক্লডিয়াসের দিকে তাকিয়ে রানি বললেন, "হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত ওকে শরবত দাও।" ক্লডিয়াস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ মেশানো শরবতের পাত্র তিনি তুলে দিলেন রানির হাতে। কিন্তু রানি সেই পাত্র হ্যামলেটের হাতে দেবার আগেই বেজে উঠল দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হবার বাজনা, সঙ্গে সঙ্গে মার কাছ থেকে

ছিটকে খেলার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন হ্যামলেট। চেঁচিয়ে মাকে বললেন শরবত তিনি খেলার শেষে খাবেন। একভাবে খেলা দেখতে দেখতে রানি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ক্লডিয়াসকে ফিরিয়ে না দিয়ে সেই পাত্রের সবটুকু শরবত নিজেই কয়েক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। এমন ঘটনা যে ঘটবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি ক্লডিয়াস। কিন্তু তখন তাঁর আর কিছু বলার নেই। তাই একরাশ উত্তেজনা বুকে চেপে রেখে তিনি একমনে খেলা দেখতে লাগলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে লিয়ার্টিসকে তাতিয়ে তুলতে ক্লডিয়াস তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে লিয়ার্টিস তলোয়ার দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করল হ্যামলেটকে।

"এ কী করছ?" বন্ধুকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যামলেট, "খেলার নিয়ম ভুলে গেলে?"

"দুঃখিত বন্ধু," লিয়ার্টিস বলল, "উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম তাই খেয়াল ছিল না।" কিন্তু খানিক বাদে লিয়ার্টিস আবার বিষমাখানো তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানল হ্যামলেটের গায়ে। এবার আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেন না হ্যামলেট, তিনিও এবার লিয়ার্টিসকে নিজের তলোয়ার দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করলেন।

লিয়ার্টিসের তলোয়ারের আঘাতে হ্যামলেটের গা থেকে তখন রক্ত ঝরছে। মতলব হাসিল হয়েছে বুঝে ক্লডিয়াস চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "থামাও! এখনই খেলা থামাও!" কিন্তু খেলা থামানোর বাজনা বেজে ওঠার আগেই নিজের তলোয়ারের এক ঘায়ে লিয়ার্টিসের হাতের তলোয়ার ফেলে দিলেন হ্যামলেট, তার তলোয়ার মাটিতে পড়ে যেতে সেই বিষমাখানো তলোয়ার তুলে নিয়ে লিয়ার্টিসের বুকে বসিয়ে দিলেন হ্যামলেট।

"রানি বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।" মঞ্চে যারা বসেছিলেন তাঁরা রানিকে এলিয়ে পড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে রানি টের পেলেন, যে সরবত তিনি খানিক আগে পান করেছেন তাতে বিষ মেশানো ছিল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন "আমি মারা যাচ্ছি.....হ্যামলেট, তোমার সরবতে বিষ মেশানো ছিল। আমি চললাম.....।"

অবাক হয়ে হ্যামলেট মায়ের দিকে তাকালেন। ঠিক তখনই আহত লিয়ার্টিস বলে উঠল, "বন্ধু হ্যামলেট, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি আর আমি দু'জনেই এই পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাব। তোমায় বধ করার জন্য রাজা নিজে আমার তলোয়ারে বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন। সেই বিষ আমাদের দু'জনেরই রক্তে মিশেছে। বিদায় বন্ধু....." বলতে বলতে এলিয়ে পড়ল লিয়ার্টিস । হ্যামলেট তখন সত্যিই সীমাহীন ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন বিষমাখানো তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে সে ছুটে এসে

দাঁড়াল মঞ্চে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই তলোয়ার তিনি বসিয়ে দিলেন রাজা ক্লডিয়াসের বুকে।

"এ বিষ তুমিই ছড়িয়েছো!" চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যামলেট, "তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম!"

আর্তনাদ করে রাজা ক্লডিয়াস এলিয়ে পড়লেন তাঁর আসনে, তীব্র বিষের ক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

রাজা, রানি, ক্লডিয়াস, সবাই মৃত। বাবার প্রেতমূর্তি যা চেয়েছিলেন সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছেন হ্যামলেট। কিন্তু এবার তাঁর নিজেরও মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, পা-ও টলছে। তাঁর নিজেরও মৃত্যুর দেরি নেই বুঝতে পারেন হ্যামলেট। খানিকবাদে তিনি টলে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন বহুদিনের পুরোনো বন্ধু হোরেশিও, হ্যামলেটের মাথাটা নিজের কোলে তিনি তুলে নিলেন।

"বন্ধু হোরেশিও," শেষনিঃশ্বাস ফেলার আগে কোনওমতে দু'চোখ মেলে বললেন হ্যামলেট, "ডেনমার্ক-এর হতভাগ্য যুবরাজের কাহিনী সবাইকে শোনানোর জন্য শুধু তুমিই বেঁচে রইলে। চললাম।"

★ ★ ★ ★ ★